The Dhaka Tribune

2-day Malaysian cultural exhibition begins at DU

Tribune Desk

A two-day Malaysian cultural exhibition initiated by the Institute of Modern Languages, Dhaka University, began on the institute premises yesterday.

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the exhibition as the chief guest.

The exhibition has been organized in collaboration with the Malaysian High Commission in Dhaka and Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

The function was presided over by Professor Mohammad Absar Kamal, Director of the Institute of Modern Languages, and was attended by Malaysian High Commissioner to Bangladesh Mohd. Shuhada Othman as the guest of honor.

Sunil Issac, country managing director of Edotco Bangladesh, a Malaysian telecommunications company, spoke at the function.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said that Malaysia was one of the first countries to recognize Bangladesh after its independence. The two countries have enjoyed deep friendly relations for a long time.

He hoped that the friendly relations between the two countries will be further strengthened by organizing this cultural exhibition.

He also said that a 'Malay' language course has recently been launched at the Institute of Modern Languages, Dhaka University.

Through this, mutual communication between the people of the two countries will increase and diplomatic, economic, social and cultural relations will be further strengthened, he added.

At the opening ceremony, a delightful cultural program was presented with the participation of students and artists from various Malaysian institutions including Pendidikan Sultan Idris University.

In addition, an exhibition was organized with various Malaysian art works. •

নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে বক্তব্য রাখেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৪ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

18 June 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাবিতে ১ হাজার ৩৫ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন, গবেষণায় মাত্র ২.০৮%

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। এতে গবেষণায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ২.০৮ শতাংশ।

মঙ্গলবার দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভাচুয়াল ক্লাসরুমে বাজেট সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাজেটের খুঁটিনাটি তুলে ধরেন।

এর আগে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের এক সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছর প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯৯৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ বছরে গবেষণাখাতে ২০ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এবার সেটি শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ বেড়েছে।

অন্যদিকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট বাজেটের ২৮.৩৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৯৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা বেতন, ২০.৮৪ শতাংশ তথা ২১৫ কোটি ৯১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা ভাতা বাবদ, পণ্য ও সেবা বাবদ ২৭.৬২ শতাংশ তথা ২৮৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা এবং পেনশন বাবদ ১৩.৪১ শতাংশ তথা ১৩৯ কোটি ৮৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ঘোষিত বাজেটের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ৮৮৩ কোটি ৪ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস থেকে ৯০ কোটি টাকা আয় দেখানো হয়েছে। এতে ঘাটতি থাকবে ৬২ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

গবেষণাখাতের অপ্রতুল বরাদ্দ নিয়ে কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বাজেট প্রণয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ৭

ঢাবিতে ১ হাজার

শেষ পাতার পর

বরাদ্দ দেওয়া হয়। আমরা এর বাইরে যেতে পারি না।

তিনি আরও বলেন, এর আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে গবেষণাখাতে বাজেটের বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি আমাদের প্রস্তাব আকারে এটি দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

সাধারণত সিন্ডিকেট সভায় বাজেট অনুমোদনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে বাজেট পাশ করা হয়। তবে এবার সিনেট অধিবেশন আয়োজনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এবারই প্রথম সিনেটে বাজেট উপস্থাপন না করে কোষাধ্যক্ষ সংবাদ সম্মেলন করলেন।

এর কারণ হিসেবে কোষাধ্যক্ষ বলেন, সিনেটে ২৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধির মেয়াদ ১৫ জুন শেষ হয়েছে। ৩৫ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে ফ্যাসিবাদের সহযোগী রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সিনেটে সরকার থেকে প্রতিনিধি থাকে, এখনও সরকার থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। ফলে আমাদের কারণে নয়, প্রশাসনিক জটিলতায় আমরা এ বছর নির্ধারিত সময়ে সিনেট অধিবেশন করতে পারছি না।

ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩৫ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন হয়েছে। গত বছর যার পরিমাণ ছিল ৯৯৫ কোটি ১৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এ হিসেবে এবারের বাজেটে বরাদ্দ বেড়েছে ৯০ কোটি ২৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

গতকাল মঙ্গলবার আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টি জানান। এর আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট বাজেটের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৮৮৩ কোটি ৪ লাখ টাকা প্রদান করবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস থেকে ৯০ কোটি টাকা আসবে। ফলে ঘাটতি থাকবে ৬২ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ বছর বিভিন্ন খাতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। গত বছরের তুলনায় এবার বেতন, ভাতা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ কিঞ্চিৎ কমেছে। এছাড়া পণ্য ও পরিবহন, পেনশন, গবেষণা অনুদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, যন্ত্রপাতি অনুদানসহ কয়েকটি খাতে বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে।

এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে গবেষণা খাতে ২০ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা সামান্য বাড়িয়ে মাত্র ২১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা মোট বাজেটের মাত্র ২.০৮ শতাংশ।

গবেষণা খাতের বাজেট নিয়ে কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রণয়নে স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে নির্ধারিত একটি পরিমাণ অর্থই বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেটির বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যয় বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টির তেমন কোনো পথ খোলা নেই। যতদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে না পারবে এবং সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কাটাতে না পারবে, ততদিন শিক্ষার গুণমান বাড়ানোও কঠিন হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৪ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

18 June 2025

যুগান্তর

ডাকসুর নির্বাচন কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছেন ছাত্রনেতারা

মাহাদী হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বন্ধার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসের সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে ডাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য প্রশাসনকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এই নির্বাচনের মেয়াদ এক বছর হওয়ায় ২০২০ সালের মার্চ মাসে শেষ হয় মেয়াদ। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রম হলেও হয়নি নতুন নির্বাচন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর নতুন করে আলোচনায় আসে ডাকসু নির্বাচন। এই নির্বাচন করার জন্য ইতোমধ্যে একটি টাইমলাইনও প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আর এরই অংশ হিসাবে গত সোমবার উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে প্রধান রিটার্নিং

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

ডাকসুর নির্বাচন কমিশনকে স্বাগত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটাকে নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো যুগান্তরকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানান।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, আমরা প্রথম থেকেই ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছি। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের জন্য যে কমিশন গঠন করেছে সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারের জন্যও অনেক সংস্কার প্রস্তাবনা দিয়েছি। তার কিছু তারা রেখেছে আবার অনেক কিছুই রাখেনি। ছাত্রদল গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সব সময়ই ইতিবাচক। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে পরবর্তী যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে যাতে আলোচনা করা হয়।

নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে তিনি আরও বলেন, ডাকসু নির্বাচনের আগে ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের আওতায় আনতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ফ্যাসিস্টদের হাত শক্তিশালী করেছে সেই শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এখনো বহালতবিয়তে আছে। এরাই তো ডাকসু নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এছাড়াও হলগুলোতে ছাত্রলীগের পদধারীরা এখনো অবস্থান করছে। তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া নির্বাচন করা কঠিন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী দ্রুত সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখছি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নির্বাচন দিতে প্রথম থেকেই উদাসীন। তবে এই নির্বাচন কমিশনকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যেই তারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে।

ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ডাকসু নির্বাচনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন গঠনকে আমরা নির্বাচনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকে বুঝি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র সংস্কার করেছে সেটি আরও ইনক্লুসিভ হওয়া দরকার ছিল। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সতর্কভাবে আগাতে হবে। নির্বাচন বানচালের জন্য যাতে ক্যাম্পাসের পরিবেশ কেউ ঘোলাটে করতে না পারে সেজন্য প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে। এটাকে স্বাগত জানাই। তবে এই নির্বাচন কমিশনকে ছয় কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আলটিমেটাম দিয়েছি। আশা করি এবার নির্বাচনের তারিখের জন্য আমাদের কোনো আন্দোলন করতে হবে না। এটা ছাড়াই কমিশন তারিখ ঘোষণা করবে।

তিনি আরও বলেন, একটি পক্ষ ডাকসু নির্বাচন পেছানোর জন্য নানা ধরনের টালবাহানা করছে। নির্বাচন কমিশন ঘোষণার দিন পতিত সরকারের লোকজন ক্যাম্পাসের পাশে মিছিল ও জকটেল ফুটিয়েছে। ক্যাম্পাসের ভেতরেও ককটেল পাওয়া যায় এই দিন। যারা নির্বাচনকে পেছাতে চান তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুলেটকে উপেক্ষা করে হাসিনা সরকারকে হটিয়েছে। তাই তাদের ভয় দেখিয়ে ডাকসু নির্বাচন পেছানো যাবে না।

নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চাইলে ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আমরা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাইনি। চিঠি পেলে সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পরামর্শে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করব।

দেশ রুপান্তর

জুলাইয়ের মধ্যে ভোটের চিন্তা

ঢাবি প্রতিনিধি

ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলায় ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। দৃশ্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই এসব আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল। আর তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়) ছাত্র সংসদের (ডাকসু/ডাসু) মাধ্যমে। কৃষক-শ্রমিকদের পৃথক যুগান্তকারী আন্দোলনের পাশেই উচ্চারিত হতো ডাসুর নাম। পাকিস্তান আমলে ডাকসুর ভূমিকা আরও স্পষ্ট ও দৃশ্যমান ছিল। নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন হতো।

স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট নির্বাচন, শিক্ষক-কর্মচারী সমিতি নির্বাচন নিয়মিত থাকলেও অনিয়মিত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব

ডাকসু নির্বাচন

ভোট হবে ২৮ পদে
নতুন পদ ৪টি, ৩ পদে
পরিমার্জনা

গড্ডার কারিগর হিসেবে পরিচিত ডাকসু নির্বাচন। অবশেষে শিক্ষার্থীদের দাবিতে অর্ধযুগের বেশি সময় পর ডাকসু নির্বাচন আবার হতে যাচ্ছে। ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কার, বিধিমালা চূড়ান্তকরণ, টাইমলাইন ঘোষণা ইত্যাদির পর গত সোমবার নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনের আলোচনা এখন তুঙ্গে, ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে। কারা হতে পারবেন প্রার্থী, কারা হবেন

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ >

জুলাইয়ের মধ্যে ভোটের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভোটার, কয়টি পদে হবে লড়াই তা নিয়ে চলছে আলোচনা। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা না হলেও খুব শিগগিরই ডাকসু নির্বাচন হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের সভায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে চিফ রিটার্নিং অফিসার করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ডাকসু নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল ডাকসুর টাইমলাইন ঘোষণা করা হয়। ২৪ এপ্রিল ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কার ও আচরণ বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়।

ডাকসুর ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৩-২৪ সালে ডাসু প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন পর্যন্ত ডাসু/ডাকসু নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ডাসু/ডাকসু নির্বাচন হয় ২৯ বার। স্বাধীনতার পর নির্বাচন হয়েছে মাত্র ৮ বার। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০১৯ সালে কাঙ্ক্ষিত ডাকসু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীদের মনে জোয়ার তৈরি হয়।

কারা হতে পারবেন প্রার্থী ও ভোটার : সর্বশেষ সংস্কারকৃত ডাকসু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে। যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক, মাস্টার্স বা এমফিল প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত। অন্য কোনো কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরাও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। ডাকসুর প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ৩০ বছরের বাধ্যবাধকতা সিন্ডিকেট সভায় বাতিল করা হয়েছে।

ভোট হবে ২৮ পদে : নতুন পদ ৪টি ও ৩টি পদে পরিমার্জনা

২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে মোট ২৫টি পদের বিপরীতে ভোট দিয়েছিলেন ভোটাররা। এবার পদসংখ্যা বেড়েছে। এবার ২৮টি পদের বিপরীতে লড়বেন প্রার্থীরা। নতুন ৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পরিমার্জিত করা হয়েছে তিনটি পদের– দুটি আলাদা পদকে একটি পদে নিয়ে আসা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক পদের নাম পরিবর্তন করে 'মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক' পদ রাখা হয়েছে। কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে 'রিডিংরুম' যোগ করে 'কমনরুম, রিডিংরুম এবং ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক' পদ করা হয়েছে। আগে সাহিত্য সম্পাদক ও সংস্কৃতি সম্পাদক দুটি আলাদা পদ ছিল। এখন সেটি 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক' পদ।

বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে– গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক। অন্য ২৩টি পদ অপরিবর্তিত থাকছে। নিয়ম অনুযায়ী, ডাকসুর সভাপতি ক্ষমতাবলে উপাচার্যই থাকেন। তিনি একজন অধ্যাপককে কোঅপ্টেড মনোনীত করেন। ফলে এ দুটি পদে ভোটগ্রহণ করা হবে না।

নির্বাচন কখন : নির্বাচন কমিশন ঘোষণার পরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভোট গ্রহণের তারিখ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সোমবার কিছু গণমাধ্যম ডাবি প্রক্টরের বরাত দিয়ে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ কিংবা জুলাইয়ের ৩১ তারিখকে ডাকসু নির্বাচনের সময় বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তবে প্রশাসন থেকে তা স্পষ্ট করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জুলাই মাসের মধ্যেই নির্বাচন করার চেষ্টা করবে নির্বাচন কমিশন। সম্ভব না হলে আগস্টের মধ্যে নির্বাচন। শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে কখন নির্বাচন হবে। আমরা গত সোমবার দায়িত্ব নিয়েছি, এখনো চিঠি পাইনি। চিঠি পেলে আমরা ডেট ফিক্সড করব। আমাদের এখনো অনেক আলোচনা বাকি।'